পীর হওয়ার শর্ত

بسم الله الرحمن الرحيم

আর তোমরা হককে বাতিলের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে-বুঝে হককে গোপন করো না। (আল বাকারা-৪২)

নাহমাদুহু ওয়া নুছাল্লী ও নুসাল্লীমু আলা রাসূলিহিল কারিম। আম্মা-বাদ। আলহামদুলিল্লাহ! আমার এই লিখনিকে কেউ বিদ্বেষ মনোভাবে দেখবেন না এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার বিবেচনা করবেন বলে আশা রাখি।

মোদ্দাকথা এই যে, বর্তমান পীর-মুরিদী একটি চরম পর্যায়ে চলে গেছে। এই পীর বলে ওই পীর ঠিক নয়, ওই পীর বলে এই পীরের যোগ্যতা নাই। এর কারণে সাধারণ মুসলমানগন বিপদে পড়েছে এবং বুঝে উঠতে পারছে না কে ঠিক-কে বেঠিক। আর বুঝবেই বা কি করে। নামধারী পীরেরা টুপি-পাঞ্জাবী পড়ে মুরীদ করার আশায় সকাল-সন্ধ্যায় লোকদের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরলে কার আর বুঝ আসে হক্কানী পীর কে। এই পীরদের কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রঃ)[১] এর কথা। তিনি হক্কানী (খাটি) পীর তালাশ করে পীরের কাছে মুরীদ হওয়ার শর্তে ১২ বছর জঙ্গলে গাছের নিচে অবস্থান করেছিলেন। হায় আফসোস! বর্তমান পীরের মুরীদ খুঁজে বেড়ায় বাড়ি-বাড়ি। এ ব্যাপারে হযরত জালাল উদ্দিন রুমি (রঃ) 'মসনবীয়ে রুমী'-র ১১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন----

"যাকে তাকে মুর্শিদ বানানো ঠিক নহে। কামেল পীর চিনিয়া ও তাহার সঠিক পরিচয় অবহিত হইয়া পড়ে মুরিদ হইবে, নতুবা উপকারের স্থলে অপকারের সম্ভাবনাই বেশি। চু বাসে ইবলীস আদম রোয়ে হাস্ত। পাস বাহার দাস্তে না বাইয়াদ দাদে দাস্ত। {যেহেতু মানুষের আকৃতিতে বহু শয়তান রহিয়াছে। তাই (অনুসন্ধান ব্যতীত) যেকোন হাতে হাত দেওয়া উচিত নহে।}"

'পীর' শব্দটি ফার্সি শব্দ, যার অর্থ-- বৃদ্ধ, বুড়া বা মুরুব্বী। পারিভাষিক অর্থে বলা হয়--যিনি শরীয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফাত (জাহেরী ও বাতেনী এলেম,) এই ৪ বিদ্যার জ্ঞান অর্জন করে জ্ঞানী বা মুরুব্বী হয়ে গেছেন, তাকেই পীর বলে। পীরের আরবি প্রতিশব্দ—মুর্শিদ, শায়খ, হাদী এবং জাহিদ[২] হয়ে থাকেন। পবিত্র কোরআন শরীফে মুর্শিদ, অলি, সিদ্দিক (সত্যবাদী) ইত্যাদি বলে উল্লেখ রয়েছে। এখন আমরা মূল বিষয় -পীর হওয়ার জন্য প্রধান শর্ত কয়টি, কি কি এবং তার ব্যাখ্যা দেখবো।

*** এখানে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেই যে, কেউ যেন শরীয়তকে তরিকত ও হাকিকত থেকে আলাদা না ভাবে, এটা নিশ্চয় মুর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন 'মাকালে উরাফা বা ইজাজে শরহে ওয়া ওলামা' কিতাবে লিখিত রয়েছে,---- "হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ)-এর জামানায় অনেক সুফি গণের এই ধারণা ছিল যে, শরীয়ত এবং তরিকত দুটি পৃথক বিষয়। আর তরিকত শরীয়ত হতে বড়। কিন্তু হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) শরীয়ত-তরিকত সম্পর্কে সুফীগণের এ-জাতীয় ব্যবধান মিটিয়ে জোর দিয়ে বলেছেন,-শরীয়ত এবং তরিকত একটি অন্যটির পরিপূরক। এ দুটির মধ্যে চুল পরিমানও ব্যবধান নাই।"

উক্ত কিতাবের ১৩ পৃষ্ঠায় আরো উল্লেখ রয়েছে,---- "সমস্ত আউলিয়া কেরামের অকাট্য ইজমা মতে, হাকিকত কে পবিত্র শরীয়তের উপর পেশ করা ফরজ। যদি উক্ত হাকিকত শরীয়ত মোতাবেক হয়, তখন তা হক্ব বলে সাব্যস্ত হবে এবং গ্রহণযোগ্য হবে। নতুবা তা নাহক্ব হিসেবে অগ্রাহ্য হবে। সুতরাং একমাত্র শরীয়তের মূল কার্য। শরীয়তই সব ব্যাপারে কোষ্টি পাথর ও মাপকাঠি।"

{এর বিস্তারিত জানার জন্য 'মাকালে উরাফা বা ইজাজে শরহে ওয়া ওলামা' কিতাবটি পড়ুন। এ ব্যাপারে আমি অধম একটি কিতাব লিখতেছি 'জাহেরী ও বাতেনী ইলম' , এটাও দেখতে পারবেন (ইনশা আল্লাহ)।}

পীর হতে হলে সর্বপ্রথম ৪ টি শর্ত তাহার মধ্যে থাকতে হবে। এর ১ টি যদি না থাকে তাহলে সে পীর হতে পারবে না বলে বহু কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তার দলিল ও ব্যাখ্যা নিম্নে তুলে ধরা হলো,----

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) 'আল কওলুল জামিল'- ১৩ থেকে ১৬ পৃষ্ঠা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (রঃ) 'আস সানিয়াতুল আনিকা ফি ফাতাওয়ায়ে আফ্রিকা'-এর ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠায়, 'বাইয়াত ও খিলাফতের বিধান'-এর ৬ পৃষ্ঠা, 'পীর, মুরিদ ও বায়আত'-এর ১৫-১৬ পৃষ্ঠা, 'ইমাম আহমদ রেজা তাসাউফ দর্শন'-১২ পৃষ্ঠা, 'রুহের রহস্য বা মারেফাতের গোপন কথা'-৪৮ পৃষ্ঠা এবং 'কানুনে শরীয়ত' ১ম খন্ড - ২৯ পৃষ্ঠার মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে,----

1) সুন্নি ও সঠিক আক্বীদাবান হওয়া চাই। অন্যথায় ঈমানও হাতছাড়া হয়ে যাবে।

2) পীর কে আলিম হতে হবে। আলিম তাকেই বলে যার মধ্যে ইলমে জাহের ও বাতেন উভয়ই বিদ্যমান।

১) যিনি সর্ববৃহৎ তাফসীরের কিতাব 'তাফসীরে কাবীর' লিখেছেন। ২) 'আল মানার'-৫৮২ পৃষ্ঠা। 'ফরহঙ্গে-ই-জাদীদ'-৭৪৯ পৃষ্ঠা।

3) পীর ফাসেক না হওয়া চাই। প্রকাশ্য গুনাহ যেমন-ওজর ব্যতীত নামাজ ত্যাগ, অন্যের মাল-সম্পত্তি হরণ করা ইত্যাদি না করা।

4) পীরের সিলসিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট (নিরবচ্ছিন্ন) হওয়া চাই। (কানুনে শরীয়ত এর থেকে)

আমরা এই ৪টি শর্তের ব্যাখ্যা দেখবো দুজন যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও আল্লাহর অলির (পীরে কামেল) থেকে। তিনাদের কে পৃথিবীর প্রায় সকলেই চিনেন, একজন হলো-হযরত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) ও অন্যজন হলেন-ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (রঃ)।

<u>প্রথম শর্ত এর ব্যাখ্যা</u>,→ 'ফাতাওয়ায়ে আফ্রিকা'-এর ১৩০ পৃষ্ঠায় ইমাম আহমদ রেযা খান বেরলভী (রঃ) ব্যাখ্যা করেন,----

"পীরকে সুন্নী ও বিশুদ্ধ আকিদাধারী হতে হবে। বদ মাযহাব ও ভ্রান্ত সিলসিলা শয়তান পর্যন্ত পৌছবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নয়। ইদানিং অনেক প্রকাশ্য ধর্মবিমুখ ওহাবীরা যারা আগে থেকে অলি গনকে অস্বীকারকারী ও দুশমন, তারাও সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকা দেওয়ার জন্য পীর মুরিদের জাল পেতে রেখেছে। খবরদার! হুশিয়ার! সাবধান! সতর্ক!"

***সুন্নি দাবি করে দেওবন্দীদের সঙ্গে অন্তরের ভালোবাসা রাখলে সে আর সুন্নি থাকে না বরং মুনাফিক বলে গন্য হবে। কারণ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৈছে, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসবে, আল্লাহ তাকে তাদের সাথে হাশর করাবেন।" (আল হাদিস) এবার দেখুন সূরা আল ইমরান আয়াত নম্বর-২৮ এর মধ্যে আল্লাহপাক এরশাদ করেন-"মুমিনরা যেন মুমিনদের ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।"

এখন যে পীরেরা দেওবন্দী-ওহাবীদেরকে বন্ধু বানিয়েছে মূলত তাদের সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই।

<u>দ্বিতীয় শর্তের ব্যাখ্যা</u>→ 'আল কওলুল জামিল'-এর ১৩-১৪ পৃষ্ঠায় শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রঃ) ব্যাখ্যা করেন,----

"তিনি(পীর) ইলমে কুরআন ও হাদীসে সুপণ্ডিত হবেন। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে তার এমন জ্ঞান অর্জন করতে হবে যে তাফসীরে মাদারেক,জালালাইন বা এ জাতীয় কোন তাফসির কোন অভিজ্ঞ আলেমের নিকট পাঠ করতে হবে। তার অর্থ, কঠিন শব্দের অনুবাদ, শানে নুযুল এবং কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক কাহিনী সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। এরপর হাদীস শাস্ত্রেও তিনি জ্ঞানের অধিকারী হবেন। যেমন,মিশকাতুল মাসাবীহ ও মাসারিক নামক হাদিস ভালোভাবে পড়িতে ও তার অর্থ বুঝতে পারেন। হাদিস সম্বন্ধে তাকে জ্ঞান অবশ্যই রাখতে হবে। পীরকে উক্ত পরিমাণ জ্ঞানের অধিকারী হলেও চলবে।"

এরপর উক্ত কিতাবের ১৫ এবং ১৭ পৃষ্ঠায় আরো বলেন,---- "তাদের (নামধারী পীরদের) বিশ্বাস শরীয়ত ও মারফত দুটি আলাদা ও বিপরীত মুখী বিষয়বস্তু। শিরোমনিদের লিখিত কিতাব যেমন-কুওয়াতুল কুলুব, কিমিয়ায়ে সাহাদাত, এহইয়াউল উলুম, ফাতহুল গায়েব, গুনিয়াতুত তালেবীন ইত্যাদিতে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত আছে এলমে মারেফত শিখতে হলে এলমে শরীয়তের পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। বুজুর্গগণের ঐক্যবদ্ধ অভিমত এই যে, পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফ ওস্তাদের কাছে না পড়ে কেউ যেন ওয়াজ না করে। তবে যিনি দীর্ঘদিন পরহেজগার আলেমদের সহচর্য লাভ করে আদব-কায়দা শিখেছেন এবং নিজে হালাল-হারামের তারতম্য করে চলেন,নিজেকে কোরআন-হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালনা করেন তার পক্ষে উপরোক্ত পরিমাণ এলেম হলেও চলবে। পীর হওয়ার জন্য এই পরিমাণ এলেম হলেও চলতে পারে বলে আমারা বিশ্বাস করি। তারিখে মোহাম্মদিতে বর্ণিত রয়েছে—আউলিয়াকুল শিরোমণি, সুফি সম্প্রদায়ের নেতা হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রঃ) বলেন, যে পবিত্র কুরআন শিক্ষা করেননি এবং ওস্তাদের কাছে হাদিস শিখেনি কোন তরীকতপন্থী তার অনুসরণ করবে না। কারণ আমাদের মাজহাব কোরআন ও হাদিসভিত্তিক। এবং পীরসাহেবদের জন্য অবশ্য কোন কামেল পীরের সাহচর্যে দীর্ঘদিন থেকে মারেফতের জ্যোতি এবং বাতেনী নূরনূর হাসিল করতে হবে।কারণ, জগতের চিরাচরিত ও প্রকৃতিক নিয়ম অনুসরণযোগ্য আদর্শ ব্যক্তি ও তাঁর কার্যাবলি প্রত্যক্ষভাবে না দেখে কেউ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে না এবং পূর্ণভাবে সফলকামও হতে পারে না। জাহেরী বিদ্যা আয়ত্ব করার জন্য যেমন সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের দরকার তেমনি অমূল্য তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার জন্যও কামেল পীরের সঙ্গ লাভ করতে হবে।"

ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (রঃ) 'ফাতাওয়ায়ে আফ্রিকা'-এর ১৩০ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করেন,---- "এর ব্যাখ্যায় আমি বলব ইসলামী আইন শাস্ত্র (ফিকহের) সম্পর্কীয় জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা সমুহ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। কুফর, ইসলাম, গোমরাহি ও সৎ পথের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের পূর্ণ দক্ষতা হতে হবে।নতুবা বর্তমানে ঠিক থাকলেও এক সময়ে বদ মাযহাবী ও হেদায়েত থেকে পদচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"

<u>তৃতীয় শর্তের ব্যাখ্যা→</u> ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (রঃ) 'ফাতাওয়ায়ে আফ্রিকা'-এর ১৩১ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করেন,----

"এটার বিশ্লেষণ বলবো, ইত্তিসাল অর্জনের জন্য এ শর্তের উপর নির্ভরশীল নয়। শুধু ফিসক ফুজুরের কারণে সিলসিলার ধারাবাহিকতা রহিত হয় না। তবে পীরকে সন্মান করা এবং ফাসেক কে হেয় বা ঘৃণা করা আবশ্যক। আর উভয়ের একত্রিত হওয়া (মিশ্রণ) বাতিল।"

<u>চতুর্থ শর্তের ব্যাখ্যা→</u> ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী (রঃ) 'ফাতাওয়ায়ে আফ্রিকা'-এর ১৩০ পৃষ্ঠা এবং 'পীর, মুরীদ ও বায়আত'-এর ১৫-১৬ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা করেন,----

"তরিকতের শায়েখের সিলসিলা পরম্পরা সঠিক পন্থায় হুজুর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, মধ্যখানে যেন কেহ বাদ পড়ে না যায়।কারণ বাদ করার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যোগসূত্র স্থাপন অসম্ভব।কতেক লোক বায়আত ছাড়া বাপ-দাদা পীর হওয়ায় সুবাধে উত্তরাধিকার সুত্রে পীরের আসনে বসে যান অথবা বায়আত ছিলো কিন্তু খিলাফত মিলেনি আর অনুমতি ছাড়াই মুরিদ করা আরম্ভ করে দেয়, বা এমন সিলসিলা যার ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে- যাতে কোন ফায়য রাখা হয়নি লোকেরা এতে অনুমতি ও খিলাফত দিয়ে দেন; বা মূলত সিলসিলা সঠিক ছিল কিন্তু মাঝখানে কোন এমন লোক আছে যার মধ্যে পীর হওয়ার অন্যান্য শর্তাদি না থাকার কারণে বায়আতের উপযোক্ততা ছিলনা-ফলে তার হতে সিলসিলার যে শাখা আরম্ভ হয়, তাহতে এটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েএসব পদ্ধতিতে বায়আত দ্বারা কখনো ইত্তেসাল রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত যোগসুত্র স্থাপন করা সম্ভব নয়। মূলতঃ এটা ষার হতে দুধ বা বাজা গাভী হতে বাচ্চা কামনা করার মত।"

<u>বিঃদ্রঃ→</u> এই ৪ টি শর্তের বাইরে যদি কোন ব্যক্তি নিজেকে পীর বলে দাবি করে, তাহলে সেপীর নয়; সে ব্যক্তি নামধারী পীর বলে গণ্য হবে। আর নামধারী পীরদের সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। হক্কানী সুফি ও আল্লাহর অলিগনের উক্তি থেকে এ কথারি প্রমাণ পাওয়া যায়। **<u>এই শর্তগুলোর ভিত্তিতে আমাদের গ্রামের দিকে লক্ষ্য করলে বর্তমান শুধু নামধারী পীরদেরই দেখা যায়, হাক্কানী পীর বর্তমান চোখেই পড়ে না। তাঁরা সকলেই এই দুনিয়াবী সংসারের পীর, পরকালের পীর তাঁরা নয়; নিজ স্বার্থ নিয়ে তাঁরা ব্যস্ত। এই কারণেইতো ওলীদের সম্রাট হযরত মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) "সিররুল আসরার" কিতাবের-১৩২ পৃষ্ঠায় বলেন,- সুফি সম্প্রদায় ১২ দলে বিভক্ত। ১ টি ব্যতীত সবাই জাহান্নামী।</u>**

****সিলসিলা মাঝখানে কোন ওহাবী দেওবন্দী ঢুকে গেলে সে সিলসিলা বাদ পড়ে যায়। যেমন,-সৈয়দ আহমদ রায় বেরলভী, ইসমাইল দেহলভী, কাসেম নানুতবী, আশরাফ আলী থানভী, রশিদ আহমদ গাংগুহী, খলীল আহমদ আম্বেঠী ইত্যাদি।

<u>গ্রন্থপঞ্জি→</u>

<u>কিতাবের নাম</u>	<u>প্রকাশনীর নাম</u>
1) মসনবীয়ে রুমী →	এমদাদিয়া পুস্তকালয়।
2) আল-ক্বাওলুল জামিল→	মেরাজ প্রিন্টার্স, ঢাকা।
3) আস সানিয়াতুল আনিকা ফি ফাতাওয়ায়ে আফ্রিকা→	লিলি প্রকাশনী, বাংলাদেশ।
4) বায়আত ও খিলাফতের বিধান→	সনজরী পাবলিকেশন।
5) ইমাম আহমদ রেজার তাসাউফ দর্শন→	আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা কমপ্লেক্স, বাংলাদেশ।
6) পীর, মুরীদ ও বায়আত→	মোহাম্মদী কুতুবখানা।
7) রুহের রহস্য বা মারেফাতের গোপন কথা→	সোলেমানিয়া বুক হাউস, ঢাকা।
8) কানুনে শরীয়ত→	কালীমিয়া বুক ডিপো, মালদা।
9) সিররুল আসরার→	সনজরী পাবলিকেশন।

অধম
মোহাম্মদ মইদুল ইসলাম
উরার ভূঁই।